দৈনিক সংবাদ
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 22 MAR 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

020

# চিঠি

( মতামতের জন্য স

## ইংরেজী বনাম অসুবিধাগ্রস্ত শিক্ষার্থী

গত ১৭-৩-৮৯ তারিখে আইডিয়াল গ্রামার স্কুলের অধ্যক্ষের লেখা পত্রের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। এবার তাঁর প্রশ্নের উত্তরে আমি।

(১) ১নং ছকে বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত; দক্ষতা, ঘাটতি ও প্রয়োজন নির্দেশ করেছি। অনুমাননির্ভর বলেছি, যেহেতু এর উপরে এদেশে সুনির্দিষ্ট কোন গবেষণা হয়নি; কিন্তু এটি নির্ভরযোগ্য উপাত্ত। কেননা এটি আন্তর্জাতিক গবেষণার ফলাফল। আমি সামান্য বদল করে প্রয়োগ করেছি। এটি ব্যবহারে কোন অসুবিধা নেই।

(২) যে কোন দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী ব্যবস্থায় পরিচালিত স্কুলগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে---জনসাধারণ অথবা তাদের শিশুরা। যেহেতু জনগণের কর, রাজস্ব ইত্যাদির সাহায্যে সরকার চলে, সেহেতু জনসাধারণকে অর্থাৎ বেশীরভাগ মানুষের প্রয়োজন নিরূপণ করে তাদের জন্যই সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয় এবং হওয়ার কথা। এর বাইরে আমাদের দেশে, অন্যান্য দেশেও ব্যক্তিগত মালিকানায় স্কুল পরিচালিত হয়। সেখানে যা পড়ানো হয় তা সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা; কিন্তু উচ্চ পর্যায়ে সদিচ্ছার অভাবে সবসময় তা প্রতিষ্ঠা করা যায় না, যেমন আমাদের কে, জি স্কুল। ব্যক্তিগত মালিকানার স্কুলগুলোর শিক্ষাক্রম আমাদের জাতীয় শিক্ষাক্রমের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নেই। এ মধ্যে সমতা বিধান, এক ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা--এসব উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। মোটকথা, হল--সরকার পরিচালিত স্কুলে অধিকাংশের প্রয়োজনে যা দরকার শুধুমাত্র তাই পড়াতে হবে। ব্যক্তিগত মালিকানার স্কুল থেকে পাস করা বেশী ইংরেজী জানা শিশু আমাদের নাগালের বাইরে। প্রবন্ধে আমি বলেছি, শিক্ষিত বাবা-মা তাদের শিশুদের এগিয়ে নিয়ে যাবেই, এটা বন্ধ করার কোন অধিকারও আমাদের নেই। কিন্তু যে শিশু এগিয়ে যাচ্ছে, সে যদি প্রাথমিক পর্যায়ের পরও ইংরেজী শেখে, তাহলেও সে ভালো শিখতে সক্ষম। গ্রাম থেকে আসা ছেলেমেয়েরা ইংরেজী সাহিত্যে এম, এ করছে, এতো দেখাই যায়। সর্বজনীন প্রাঃ শিক্ষা অর্জনের জন্য অধিকাংশ শিশু যারা প্রাথমিক স্তরের পর আর অগ্রসর হবে না (৭০%) তাদের জন্য বিদেশী ভাষা অপ্রয়োজনীয়, এই বলতে চেয়েছি।

(৩) আমাদের অফিসে আরবী ভাষা চালুর জন্য কোন সার্কুলার আসেনি। সরকার ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে ধর্ম শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। ধর্ম শিক্ষার চার ধর্মের চারটি বই দেখুন। ইসলাম ধর্ম ছাড়া আর তিনটি ধর্মের বই বাংলা ভাষায় লিখিত, এতে কোন ভিন্ন লিপি ব্যবহৃত হয়নি। ইসলাম ধর্মের বিশেষজ্ঞ এবং বই লেখকরা আরবী অক্ষর ও বাক্য ব্যবহার করেছেন। এই তৃতীয় ভাষার আমদানীর প্রশ্নে আমাদের মধ্যে বহু বাদানুবাদ হয়েছে। কিন্তু কোন স্তরে এ বিষয়ে কেউ সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় ইসলাম ধর্ম শিক্ষার বই অন্যরকম রয়ে গেছে। তাছাড়া আমার প্রবন্ধে আমি বিদেশী ভাষা কথাটা ব্যবহার করেছি, অর্থাৎ এ পর্যায়ে যেকোন বিদেশী ভাষা অপ্রয়োজনীয় এবং অপচয় সূচক।

সরকার ইংরেজী বিষয় ১ম ও ২য় শ্রেণীতে প্রবর্তনের ঘোষণা করার পর আমি আশা করেছিলাম মেরুদণ্ডহীন সরকারী কর্মচারীদের কথা বাদ দিই, অন্তত: বেসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি, রাজনৈতিক সংগঠন, সংসদের জনপ্রতিনিধি, সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং প্রতিবাদ জানাবে। দু'-একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তেমন জোরদার প্রতিবাদ কই? এমনকি অধ্যক্ষ নিজেও তার জোরালো মত প্রকাশের জন্য আমার রচনার অপেক্ষায় কেন ছিলেন?

মমতাজ লতিফ
এন, সি, টি, বি,
মতিঝিল, ঢাকা।

## ইংরেজী বনাম অসুবিধাগ্রস্ত শিক্ষার্থী

২৮শে ফাল্গুন, ১৩৯৫ বাং তারিখে সংবাদ-এ প্রকাশিত জনাবা মমতাজ লতিফ কর্তৃক উপরোক্ত শিরোনামে সুলিখিত তথ্য বহুল প্রবন্ধটির বিষয়বস্তুর সহিত আমিও একমত। এই প্রবন্ধটি লেখা এবং তা প্রকাশের জন্য যথাক্রমে জনাবা মমতাজ লতিফ ও সংবাদ কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য অধিকাংশ পরীক্ষার্থী হয় ইংরেজীতে ফেল করেছে নয়তোবা ইংরেজী রপ্ত করতে যেয়ে তার অধিকাংশ শ্রম ও মেধা ব্যয় করাতে অন্যান্য বিষয়ে যথোপযুক্ত শ্রম ও মেধা ব্যয় করতে পারে নাই বলে ঐ সকল বিষয়ে ফেল করেছে। অন্যদিকে যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাদের অধিকাংশের কর্মজীবনে ইংরেজী প্রয়োগের সুযোগ আসে না বা প্রয়োজন হয় না। অথচ ইংরেজীর পিছনে যে শ্রম ও মেধা খরচ করে, ঐ মেধা ও শ্রম যদি তারা কর্মজীবনে যে পেশা গ্রহণ করবে তার পিছনে ব্যয় করত, তা হলে তাদের অনেকেই কর্মজীবনে অধিকতর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হত বলেই আমার বিশ্বাস।

আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে জাতীয় জীবনে ইংরেজীর গুরুত্ব রয়েছে, কিন্তু সকলের জীবনে নয়। আর একথাও সত্য যে,